Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

চোলদের রাজস্বব্যবস্থা আলোচনা কর।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কতকগুলি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই চোল সাম্রাজ্য। এই চোল সাম্রাজ্য ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন রাজরাজ চোল ও রাজেন্দ্র চোল। চোল সাম্রাজের শাসনব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা ও নৌ-বাণিজ্য ছিল স্বতন্ত্র্য। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিটাও কম ছিল না। আর এই উন্নতির পশ্চাতে ছিল বাণিজ্য ও রাজস্ব ব্যবস্থা। দেখা যাক কেমন ছিল এই চোলদের রাজস্ব ব্যবস্থা।

চোল রাজ্যের রায়তিব্যবস্থা ছিল – দুই ধরনের। গ্রামীন গোষ্ঠীগত মালিকানা ও ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষক মালিকানার অস্তিত্ব অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখানে গ্রামবাসী যৌথভাবে ও কৃষক সরাসরি রাজাকে রাজস্ব প্রদান করতে পারত। উভয়ের ক্ষেত্রে রাজস্বের কোন পার্থক্য ছিল না। নাগরিকরা কোথাও কোথাও রাজস্বের বদলে শ্রমদানও করত। রাজা ছাড়া ভূমিসত্ত্ব প্রদানকারী ও মন্দিরকেও রাজস্ব প্রদান করার সুযোগ ছিল। ছোট ছোট কৃষক ও রায়তদের, মন্দিরে শ্রমদানের বিনিময়ে রাজস্ব মুক্ত করে দেওয়া হত। রাজাদ্বারা ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে প্রদেয় ভূমি ছিল কর মুক্ত। এই ধরনের দান কে বলা হত - যথাক্রমে 'ব্রহ্মদেয় ও দেবদেয়'।

চোল সাম্রাজ্যের প্রজাদের রাজস্ব দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। আর রাজস্ব থেকে মুক্ত ছিল কৃষি মজুর। প্রজারা সমাজের সব কিছু ভোগ করতে পারত। গ্রামীণ সায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারত গ্রামের প্রজারা। তবে এখানে কৃষি মজুর শ্রেণী অংশগ্রহণ করতে পারত না। উল্টোদিকে কৃষকরা ছিল একপ্রকার ভূমিদাস-এর তুল্য। এদের ক্ষেত্রে তেমন আর্থিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় না। এই শ্রেণীর মানুষ অধিকাংশ হত নিম্নবর্ণ ভূক্ত। এদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। এদের প্রধান কাজ ছিল জঙ্গল পরিষ্কার করে অনাবাদী জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করা। কারণ এই কৃষিযোগ্য জমির পরিমান বৃদ্ধির সঙ্গে রাজকোষাগারে রাজস্ব বৃদ্ধির সম্পর্ক জড়িয়েছিল।

চোল সাম্রাজ্যের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব সংগ্রহ করা হত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ফসল উৎপাদনের হানি ঘটলে রাজস্ব মুকুব করা নজিরও পাওয়া যায়। এছাড়া লবন, বনসম্পদ, খনি ও বৃত্তিকর প্রভৃতি ক্ষেত্রে শুল্ক আরোহন করা হত। জমি-জরিপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। জমির পরিমাপ ও উৎপাদনের ক্ষমতার উপর রাজস্ব নির্ভর করত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম অবলম্বন ছিল জলসেচ ব্যবস্থা। বাঁধ তৈরি করা হত প্রজাদের দেয় কর-এর ওপর নির্ভর করে। চোল রাজারা জলসেচ ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এইধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর গবেষণা গ্রন্থে। তিনি বলেন – 'He who received the land can build large rooms with upper stories made of backed bricks, he can get large and small wells dug, he can plant trees and thorny bushes, if necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted, and that embankments are built'. চোল রাজারা জলসেচ প্রকল্পের ঝোঁক যে ছিল তাঁর অন্যতম নিদর্শন প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়কালে চোল রাজধানী গঙ্গাইকোন্ডচোলপুরমে কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ। সামগ্রিকভাবে চোল অর্থনীতি বাণিজ্য ও রাজস্বের উপর নির্ভর করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আর চোল আমলের স্থাপত্যই ছিল চোল সাম্রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচয়।